কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 MAY 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

প্রধান শিক্ষক সম্মেলনে তথ্য

মাধ্যমিক স্কুলেও মাদকের থাবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সাধারণত ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুরা পড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই বয়সী শিশুরাও আক্রান্ত মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ থাবায়। এমনকি সপ্তম শ্রেণির কোনো কোনো শিক্ষার্থীও গাঁজা, ফেনসিডিলের মতো মাদকদ্রব্য সেবন করে থাকে। আতঙ্কিত হওয়ার মতো এমন তথ্য তুলে ধরেছেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। তাঁরা বলেছেন, অনেক অভিভাবকই সন্তানদের ব্যাপারে সচেতন নন। ফলে শিক্ষার্থীরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলন। সেখানেই শিক্ষকরা মাধ্যমিক স্কুলে নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে আছে উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে শিক্ষক ও কর্মচারীর তীব্র সংকট, জেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে ভর্তির প্রচণ্ড চাপ, উপজেলা পর্যায়ের বেশির ভাগ স্কুলেই সীমানাপ্রাচীর নেই, অনেক স্কুলই জরাজীর্ণ, প্রধান শিক্ষকদের বাসভবন ব্যবহার অনুপযোগী, স্কুলের জমি বেদখল এবং উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি অপ্রতুল।

শিক্ষক-কর্মচারীর তীব্র সংকট

মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিস আলী বলেন, 'কিছুদিন আগে আমরা সপ্তম শ্রেণির তিনজন শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেছি যারা মাদকাসক্ত। অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা বাচ্চাদের তেমন খোঁজখবর রাখেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাঁদের সন্তান এমন কাজ করতেই পারে না। একজন শিক্ষার্থী মাদকে আসক্ত হলে সে আরেকজনকে টেনে নেয়। এভাবেই তাদের পাল্লা ভারী হতে থাকে। বিষয়টি দ্রুতই রোধ করাটা জরুরি।'

ইদ্রিস আলীর এই বক্তব্যের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ মঞ্চ থেকে অন্য শিক্ষকদের কাছে জানতে চান তাঁদের স্কুলেও মাদকের সমস্যা আছে কি না। তখন বেশির ভাগ প্রধান শিক্ষক হাত তুলে জানান, তাঁদের স্কুলেও একই সমস্যা।

রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৌহিদ আরা বলেন, 'বর্তমানে একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৪০ থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী। মফস্বলের স্কুলগুলোতে এই অনুপাত আরো বেশি। মানসম্মত শিক্ষার জন্য এই অনুপাত একজন শিক্ষকের বিপরীতে ২৫ জনে নামিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষকদের ভালো করলে পুরস্কার ও খারাপ করলে তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর যেহেতু সহকারী শিক্ষকদের বেশির ভাগেরই পদোন্নতির সুযোগ নেই, তাই এর বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে।'

রাঙামাটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম খীসা বলেন, 'অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা চাকরির নিয়মকানুন জানেন না। সারা দিন কোচিং নিয়ে পড়ে থাকেন। এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হতে হবে।'

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগবিধি সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত নিয়োগবিধির অধীনে শিগগিরই সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকের সব শূন্য পদ পূরণ করা হবে। সরকার শিক্ষকদের স্বার্থ ও মানমর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষকদের অসম্মান হয় এমন কোনো কাজকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে এমপিও শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে আরো ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, 'সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যাগত সাফল্য অর্জিত হলেও শিক্ষার মানের দিক থেকে আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে। শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরো বক্তব্য দেন শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন।